শ্রীরামপুর ত্রয়ী (Sreerampur Trio)

শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা (Foundation of sreerampur mission)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম দিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের এদেশে আসা নানাভাবে বাধা দিলেও তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ যখন মোটামুটি সম্পন্ন তখন তারা আইন করে যে, এখন থেকে 500 টন বা তার বেশি ওজনের জাহাজে একজন করে ধর্ম প্রচারক বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর ফলে ভারতে এলেন উইলিয়ম কেরি। পরবর্তীতে মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড এসে কেরির সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষে কোম্পানির সঙ্গে মিশনারিদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা প্রসারের নামে মিশনারিরা এদেশের অধিবাসীদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপক চেষ্টা শুরু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তা ভালো চোখে দেখেনি। ভারতবর্ষে মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ সঞ্চার করে। এ কারণে 1793 খ্রিস্টাব্দে সনদে কোম্পানি এদেশে মিশনারি আসার শর্তটি তুলে দেয় এবং কোম্পানির এলাকা থেকে মিশনারিদের বার করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

1799 খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা কোম্পানির কাছ থেকে বার্তা পেয়ে দিনেমার কুঠি অঞ্চল শ্রীরামপুরে চলে আসে এবং সেখানে মিশন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। তাদের সেই পরিকল্পনা অনুসারে 1800 খ্রিস্টাব্দ জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী ছিলেন ব্যাপটিস্ট যাজক মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, ব্রান্ডস, গ্রান্ট প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এঁনারা ইংল্যান্ডের ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির নির্দেশে এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

শ্রীরামপুর ত্রয়ী (Sreerampur Trio)

1793 খ্রিস্টাব্দে লন্ডন ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির নির্দেশে জন টমাসের অনুপ্রেরণায় উইলিয়াম কেরি ভারতবর্ষে আসেন। তিনি প্রথমে মালদহে ঘাঁটি স্থাপন করেন কিন্তু মালদহের জলীয় আবহাওয়া তাঁর ভালো-না লাগায় তিনি শ্রীরামপুরে চলে আসেন। 1800 খ্রিস্টাব্দে মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড এসে কেরির সঙ্গে মিলিত হন। কেরি ছিলেন ধর্মপ্রচারক, ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ মুদ্রণ শিল্পী এবং মার্শম্যান ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। এই তিনজনকে একত্রে 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' নামে অভিহিত করা হয়। কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের চেষ্টায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন নানা দিক থেকে উন্নতি লাভ করে। এই মিশন বাংলা শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান (Contribution of sreerampur trio in the field of education)

ইংল্যান্ডের ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির অনুপ্রেরণায় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে কেরি ও পরে ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান এদেশে আসেন। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই শ্রীরামপুর

মিশন স্থাপন করে এদেশীয় ভাষায় বাইবেল প্রচার করার জন্য তাঁরা বাংলা গদ্যের অনুশীলনে ব্রতী হন। কিন্তু, তাঁদের কাজ ধর্ম প্রচারের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, তাঁদের কাজের দ্বারা বাঙালির জীবনে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল। বাংলা ছাপাখানার প্রচলন, বাংলা গদ্যের প্রসার, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি নানাদিক তাঁদের প্রভাবে বাংলার সংস্কৃতিকে অগ্রগতি দান করেছিল। এখন শিক্ষাক্ষেত্রে 'ত্রয়ীর' অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

(i) **শ্রীরামপুর প্রেস স্থাপন:** 1800 খ্রিস্টাব্দে জিশুর বাণী এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর প্রেস স্থাপন করা হয়। স্যার চার্লস উইলকিন্স এই সময় বাংলা ছাপার হরফ তৈরি করার চেষ্টা করেন এবং তাঁর উৎসাহ ও নির্দেশেই পঞ্চানন কর্মকার বাংলা ছাপার হরফ তৈরি করেন। কেরির ছেলে ফেলিক্স, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে একটি প্রেস স্থাপিত হয়। এই প্রেসে রামরাম বসুও পরবর্তীতে যোগদান করেছিলেন। এই প্রেস থেকে সবথেকে বেশি পরিমাণে ধর্মনিরপেক্ষ বই ছাপা হত ।

(ii) **কেরি কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ প্রকাশ:** কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগদানের পর তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ পায়। 'ইতিহাসমালা,' 'কথোপকথন', 'বিদ্যাহারাবলি' প্রভৃতি। তিনি খ্রিস্টধর্ম ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ রচনাতে তাঁর মুনশি ও পণ্ডিতদের উৎসাহ দিতেন।

(iii) **বাংলা গদ্যের অনুশীলন:** বাইবেল প্রচারের জন্য কেরি সাহেব বাংলা গদ্যের অনুশীলন শুরু করেন। বাংলা গদ্য রচনার কাজকে সহজ করার জন্য তিনি বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা অভিধান রচনা করেন। জন টমাসের সঙ্গে যৌথভাবে 'মঙ্গল সমাচার' অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে বাইবেলের কয়েকটি অংশ বাংলায় অনুবাদ করেন।

(iv) **ইংরেজি শিক্ষার প্রসার:** শ্রীরামপুর ত্রয়ী ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে 1810 খ্রিস্টাব্দে Calcutta Benevolent Institution স্থাপন করেন এবং তাঁদের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের জন্য 1818 খ্রিস্টাব্দে তাঁরা শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেন। এটি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ইংরেজি মিশনারি কলেজ।

(v) **বাংলা ভাষার উন্নতি:** চার্লস উইলকিনস এবং পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় 1800 খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ত্রয়ী শ্রীরামপুরে একটি বাংলা ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা থেকে বাংলা ভাষায় বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য খুবই অনুন্নত অবস্থায় ছিল। মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেন।

(vi) **স্ত্রী শিক্ষার প্রসার:** স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের জন্য কেরি সাহেব 1819 খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ ছাড়া তিনি দুস্থ নারীদের জন্য অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে বালিকাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুর ত্রয়ীর চেষ্টায় সে-সময়ে শহরের বাইরে অনুন্নত অঞ্চলেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য 31 টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

(vii) **গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা:** শিক্ষা বিস্তারের কাজেও শ্রীরামপুর ত্রয়ীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁদের আগে শহর অঞ্চলেই বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ত্রয়ীর চেষ্টায় গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চলেও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মার্শম্যানের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাটোয়া ও দিনাজপুরে একটি করে বিদ্যালয় এবং যশোরে চারটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে তাঁদের চেষ্টায় মোট কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

(viii) **ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পথনির্দেশ:** তাঁদের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা নিছক ধর্মশিক্ষা দানের মধ্যেই যে আবদ্ধ ছিল এমনটি নয়। কেরির অনেক রচনা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পথকেও অনেকখানি প্রসার করেছিল। মার্শম্যানের শিক্ষা প্রসারের চেষ্টাও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পথ নির্দেশ করেছিল।

(ix) **সাময়িক পত্রের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের চর্চা:** ত্রয়ীর চেষ্টায় বাংলা সাময়িকপত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় আলোচনাই এই সাময়িকপত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই পত্রিকা শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(x) **শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা:** শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অন্যতম অবদান হল 1818 খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা। এই কলেজে তাঁরা ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ধর্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। 1827 খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের রাজকীয় সনদ লাভ করার পর কলেজটি ডিগ্রি দেওয়ার অধিকারও অর্জন করেছিল।

মন্তব্য (Remark)

শিক্ষা, সাহিত্য, সাময়িকপত্র প্রকাশ, কলেজ স্থাপন, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি সকল দিকেই শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রভাব ছিল ব্যাপক। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের কার্যকলাপ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাজ সেই সীমা অতিক্রম করে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে বাংলায় শিক্ষার প্রসার, সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের পথ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তাই বাংলায় নবযুগের সূচনায় তাঁদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।